<u>আল্লাহর নেয়ামতসমূহ</u>

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু৷

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে “আল্লাহর নেয়ামত সমূহ”।

<u>পবিত্র কুরআনুল করীমে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন:</u>

ক) তোমরা যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো, তাহলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন তোমরা তাঁহার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহা হইতে । তোমরা আলাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না । মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম, অকৃতজ্ঞ । সুরা ইব্রাহীম ১৪ঃ ৩৪

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

তোমরা আলাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না । আলাহ্ তো অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু । সুরা আন নাহল ১৬ঃ ১৮

খ) হে জিন ও মানুষ, তোমাদের প্রভুর কোন দানকে তোমরা করবে অস্বীকার?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে ? আর রাহমান ৫৫ঃ ১৩

গ) তোমার প্রভুর কোন নেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾

তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিবে ? সূরা আন নাজম ৫৩ঃ ৫৫

৫৫ নম্বর সূরা আর রহমানের মোট আয়াত সংখ্যা ৭৮ এর মধ্যে ৩১টি আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: হে জিন ও মানুষ, তোমার প্রভুর কোন দানকে তোমরা অস্বীকার করবে?

হাদীস:

মদিনায় সাহাবারা রাসুল সাঃ এর মুখে সূরা আর রহমানের তেলাওয়াত শুনে যখন চুপ থাকলো, তখন নবী সা: বললেন: যেই রাতে কোরআন শোনার জন্য জিনরা একত্রিত হয়েছিল, সে রাতে আমি জিনদের এই সুরা শুনিয়েছিলাম। তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম জবাব দিচ্ছিল। যখনই আমি আল্লাহ তা'আলার এ বানী শোনাচ্ছিলাম, "হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? তখনই তারা জবাবে বলেছিল, হে আমাদের রব, আমরা তোমার কোন নেয়ামতকেই অস্বীকার করি না। সব প্রশংসা কেবল তোমারই।

১। তিনি রহমান। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন আল কোরআন।

اَلرَّحْمَـٰنُ ﴿١﴾

দয়াময় আলাহ্, আর রাহমান ৫৫ঃ ১

عَلَّمَ اَلْقُرْآنَ ﴿٢﴾

তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন, আর রাহমান ৫৫ঃ ২

خَلَقَ اَلإِنسَانَ ﴿٣﴾

তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ, আর রাহমান ৫৫ঃ ৩

عَلَّمَهُ اَلبَيَانَ ﴿٤﴾

তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে, আর রাহমান ৫৫ঃ 4

اَلشَّمْسُ وَاَلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে, আর রাহমান ৫৫ঃ ৫

وَٱلنَّجۡمُ وَٱلشَّجَرُ يَسۡجُدَانِ ﴿٦﴾

নক্ষত্ররাজী ও বৃক্ষাদি তাঁহারই সিজ্‌দায় রত রহিয়াছে, আর রাহমান ৫৫ঃ ৬

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ ﴿٧﴾

তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুনড়বত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড, আর রাহমান ৫৫ঃ ৭

أَلَّا تَطۡغَوۡاْ فِى ٱلۡمِيزَانِ ﴿٨﴾

যাহাতে তোমরা সীমালংঘন না কর মানদণ্ডে । আর রাহমান ৫৫ঃ ৮

وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ ﴿٩﴾

ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না । আর রাহমান ৫৫ঃ ৯

وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ ﴿١٠﴾

তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য; আর রাহমান ৫৫ঃ ১০

فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَٱلنَّخۡلُ ذَاتُ ٱلۡأَكۡمَامِ ﴿١١﴾

ইহাতে রহিয়াছে ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ যাহার ফল আবরণযুক্ত, আর রাহমান ৫৫ঃ ১১

وَٱلۡحَبُّ ذُو ٱلۡعَصۡفِ وَٱلرَّيۡحَانُ ﴿١٢﴾

এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ ফুল । আর রাহমান ৫৫ঃ ১২

২। তিনি মানুষ ও জিন সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِن صَلۡصَٰلٍ كَٱلۡفَخَّارِ ﴿١٤﴾

মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে, আর রাহমান ৫৫ঃ ১৪

وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾

এবং জিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হইতে। আর রাহমান ৫৫ঃ ১৫

৩। তিনি দুই উদয়াচল ও অস্তাচলের প্রভু।

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা। আর রাহমান ৫৫ঃ ১৭

৪। পাশাপাশি প্রবাহিত দুই সমুদ্র, কিন্তু তারা অন্তরাল অতিক্রম করে না।

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾

তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যাহারা পরস্পর মিলিত হয়, আর রাহমান ৫৫ঃ ১৯

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

কিন্তু উহাদের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না। আর রাহমান ৫৫ঃ ২০

৫। সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসে মুক্তা এবং প্রবাল।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। আর রাহমান ৫৫ঃ ২২

৬। তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন সমুদ্রে চলাচলকারী পর্বতসম জাহাজগুলো।

وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَئَاتُ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلأَعْلاَمِ ﴿٢٤﴾

সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন; আর রাহমান ৫৫ঃ ২৪

৭। মহান প্রভুর সত্তা ছাড়া পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, আর রাহমান ৫৫ঃ ২৬

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلاَلِ وَٱلإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব; আর রাহমান ৫৫ঃ ২৭

৮। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবাই তাঁর (আল্লাহর) মুখাপেক্ষী।

يَسْأَلُهُ مَن فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে সকলেই তাঁহার নিকট প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত । আর রাহমান ৫৫ঃ ২৯

৯। হে মানুষ ও জিন, অচিরেই তোমাদের বিচার করা হবে।

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلثَّقَلاَنِ ﴿٣١﴾

হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করিব, আর রাহমান ৫৫ঃ ৩১

১০। হে জিন ও মানুষ, তোমরা মহাকাশ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করতে পারবে না।

يٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾

হে জিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করিতে পারিবে না সনদ ব্যতিরেকে । আর রাহমান ৫৫ঃ ৩৩

১১। তোমাদের প্রতি পাঠানো আগুনের শিখা ও ধোঁয়াপুঞ্জ, তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾

তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইবে অগুনের শিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না । আর রাহমান ৫৫ঃ ৩৫

১২। কেয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে চামড়ার রক্তবর্ণের রূপ ধারণ করবে।

فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴿٣٧﴾

যেই দিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে সেই দিন উহা রক্ত-রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে; আর রাহমান ৫৫ঃ ৩৭

১৩। কেয়ামতের দিন মানুষ ও জিনকে তার পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾

সেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, না জিনকে । আর রাহমান ৫৫ঃ ৩৯

১৪। লক্ষণ দেখেই অপরাধীদের চেনা যাবে।

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾

অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাইবে উহাদের লক্ষণ হইতে, উহাদেরকে পাকড়াও করা হইবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরিয়া । আর রাহমান ৫৫ঃ ৪১

১৫। এই সেই জাহান্নাম, অপরাধীরা যাকে অস্বীকার করতো।

هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾

ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহা অপরাধীরা অবিশ্বাস করিত, আর রাহমান ৫৫ঃ ৪৩

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ ﴿٤٤﴾

উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে । আর রাহমান ৫৫ঃ ৪৪

১৬। প্রভুর সামনে হিসাব দিতে হবে এই ভয় যে করতো, সে পাবে দু'টি জান্নাত।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾

আর যে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান। আর রাহমান ৫৫ঃ ৪৬

১৭। দু'টো জান্নাতই বহু শাখা প্রশাখা ও পত্র পল্লবওয়ালা।

ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

উভয়ই বহু শাখা- পলববিশিষ্ট। আর রাহমান ৫৫ঃ ৪৮

১৮। উভয় জান্নাতেই থাকবে বহমান দুই ঝর্ণাধারা।

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾

উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ; আর রাহমান ৫৫ঃ ৫০

১৯। উভয় জান্নাতেই থাকবে জোড়ায় জোড়ায় সবধরনের ফলফলারি।

فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾

উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার। আর রাহমান ৫৫ঃ ৫২

২০। দুই জান্নাতের ফলই থাকবে তাদের হাতের নাগালে।

مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

সেখানে উহারা হেলান দিয়া বসিবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হইবে নিকটবর্তী। আর রাহমান ৫৫ঃ ৫৪

২১। সেগুলোতে থাকবে আনতদৃষ্টি হুর।

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ ﴿٥٦﴾

সেই সকলের মাঝে রহিয়াছে বহু আনতনয়না, যাহাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করে নাই। আর রাহমান ৫৫ঃ ৫৬

২২। হুরদের সৌন্দর্য পদ্মরাগ ও প্রবালের মত।

كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

তাহারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল । আর রাহমান ৫৫ঃ ৫৮

২৩। ইহসান (কল্যাণ কাজ) এর পুরস্কার ইহসানই।

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হইতে পারে ? আর রাহমান ৫৫ঃ ৬০

২৪। সে দু'টি ছাড়াও থাকবে আরো দু'টি জান্নাত।

وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾

এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দুইটি উদ্যান রহিয়াছে । আর রাহমান ৫৫ঃ ৬২

২৫। দু'টি উদ্যানই হবে ঘন নিবিড় সবুজ।

مُدْهَآمَّتَانِ ﴿٦٤﴾

ঘন সবুজ এই উদ্যান দুইটি । আর রাহমান ৫৫ঃ ৬৪

২৬। উভয় জান্নাতেই থাকবে উচ্ছলিত দুই ঝরনাধারা।

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾

উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ । আর রাহমান ৫৫ঃ ৬৬

২৭। উভয় জান্নাতেই থাকবে বিপুল ফলমূল, খেজুর এবং আনার।

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

সেখানে রহিয়াছে ফলমূল-খর্জুর ও আনার । আর রাহমান ৫৫ঃ ৬৮

২৮। সেগুলোতে থাকবে সুশীল সুন্দরী নারীরা।

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

সেই উদ্যানসমূহের মাঝে রহিয়াছে সুশীলা, সুন্দরীগণ । আর রাহমান ৫৫ঃ ৭০

২৯। তারা হলো অপরূপ সুন্দরী হুর।

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

তাহারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা । আর রাহমান ৫৫ঃ ৭২

৩০। পূর্বে তাদের স্পর্শ করেনি কোন মানুষ কিংবা জিন।

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾

ইহাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করে নাই । আর রাহমান ৫৫ঃ ৭৪

৩১। তারা হেলান দিয়ে আসন গ্রহণ করবে।

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

উহারা হেলান দিয়া বসিবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে । আর রাহমান ৫৫ঃ ৭৬

৩২। অতিশয় মহান কল্যাণময় তোমার প্রভুর নাম, যিনি অতীব মর্যাদাবান, মহানুভব।

تَبَارَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব! আর রাহমান ৫৫ঃ ৭৮

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহ আমরা গণনা করে শেষ করতে পারব না। আসুন, জিনদের মতো আমরাও বলি: "হে আমাদের রব, আমরা তোমার কোন দানকেই অস্বীকার করি না। সব প্রশংসা কেবল তোমারই"। আমরা তোমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করছি। মেহেরবানী করে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো না এবং আমাদেরকে জান্নাত দান করো। দুনিয়াতে তোমার পথে চলার তৌফিক আমাদেরকে দান করো। COVID-19 সহ সমস্ত বিপদ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করো। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।